দৈনিক
ইনকিলাব

30 DEC 2002

# বাংলা সিয়েরা লিওনের সরকারী ভাষা

বাংলা ভাষাকে সিয়েরা লিওনের অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন সে দেশের সরকার। গত ১২ ডিসেম্বর সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট আলহাজ আহমদ তেজান কাব্বাহ একটি সড়ক উদ্বোধনকালে এই স্বীকৃতি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, 'মাইল নাইনটি ওয়ান-মাগবুরাকা' নামে ৫৪ কি.মি. দীর্ঘ এবং ৩০ ফুট চওড়া এই সড়কটি জাতিসংঘ সহায়তা কার্যক্রম-এ নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার দল কর্তৃক পুনঃনির্মিত হয়। সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট এই সড়ক উদ্বোধনকালে বাংলাদেশের সেনা সদস্যদের সিয়েরা লিওন সরকার ও তার দেশের নাগরিকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। তিনি সিয়েরা লিওন এবং বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো উন্নয়নে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। সড়ক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি, ইউনামসিল ফোর্স কমান্ডার এবং বাংলাদেশ সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়াসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ থেকে ১৮ হাজার কি. মি. দূরের দেশ সিয়েরা লিওন। সে দেশে বাংলা ভাষাকে অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশী জাতির জন্য অনন্য সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতির পর বাংলা ভাষা বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সন্দেহ নেই। এছাড়া, বাংলা ভাষা বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ ভাষা হিসেবেও গণ্য হচ্ছে। তবে, শুধুমাত্র এ কারণেই সিয়েরা লিওন সরকার বাংলা ভাষাকে সেদেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, একথা বলা যাবে না; বরং সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ সহায়তা কার্যক্রম-এ নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষ কর্মকাণ্ডই এই স্বীকৃতির মূলে কাজ করছে। তারা ২৫ মার্চ ২০০২-এ উল্লেখিত সড়কটি পুনঃনির্মাণকাজ শুরু করেন এবং ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই এর কাজ সমাপ্ত করেন। সিয়েরা লিওনের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের টনকোলিলি জেলার এ সড়ক সেদেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। সিয়েরা লিওনের ব্যবসায়ী ও ডায়মন্ড মাইনাররা এ সড়ককে গণ্য করেন 'লাইফ লাইন' হিসেবে। এতদিন মাইল নাইনটি ওয়ানের লোকজনকে মাগাবুরাকা পৌঁছতে ১৯০ কি.মি. দূরত্ব অতিক্রম করতে হতো। এই সড়ক নির্মাণের ফলে এখন মাত্র ৫৪ কি.মি. পথ অতিক্রম করতে হবে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এরকম জনসেবামূলক কাজ ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। বিশেষ করে, জাতিসংঘ সহায়তা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদের ভূমিকা জাতি হিসেবে বাংলাদেশীদের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও গৌরব বহন করে আনছে। এক্ষেত্রে সিয়েরা লিওন সরকার বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে যে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন– তাকে নিঃসন্দেহে এরকম ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় হিসেবে গণ্য করা যায়। এতে করে, বাংলাদেশের সাথে আফ্রিকার এই মুসলিম দেশটির দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কও দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, এটা আশা করা যায়। বিশেষ করে, বাংলাদেশ সিয়েরা লিওনের উন্নয়নে সহায়তাদানের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে তা-ও এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। যাহোক, পরিশেষে আমরা বলবো, ১৮ হাজার কি.মি. দূরের দেশ সিয়েরা লিওনে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার প্রত্যক্ষ কারণ সেথায় দায়িত্ব পালনরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যোগ্য, দক্ষ ও প্রশংসনীয় কর্ম-উদ্যোগ এবং পরোক্ষ কারণ, বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব– যা তাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতি হিসেবে এই মর্যাদা ও সম্মান আমাদের আরো দায়িত্বসচেতন করে তুলবে এবং এই মর্যাদা ও সম্মানকে যথাযথভাবে লালন করার ক্ষেত্রে নিরলস করে তুলবে, এটাই সকলের কাম্য।